ভোরের কাগজ

NOV. 02 2002

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলোর মান বাড়াতে র‍্যাংকিং প্রথা প্রচলনের চিন্তাভাবনা

বিজ্ঞান, তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থাগুলোর মান বাড়ানোর জন্য সরকার র‍্যাংকিং প্রথা প্রচলনের চিন্তাভাবনা করছে। কারণ এদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগের প্রশিক্ষণ প্রদানের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গত বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিএসএসআরআই) মিলনায়তনে মন্ত্রণালয়ের বিগত এক বছরের কার্যাবলীর মূল্যায়ন শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতির বক্তৃতায় মঈন খান এ তথ্য জানান। বাসস।

বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইকবাল মাহমুদ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব কারার মাহমুদুল ইসলামসহ দেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. মঈন খান বলেন, দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমাজ গড়ার জন্য আমাদের প্রধান একটি অস্ত্র তথ্যপ্রযুক্তি খাত। শুধুমাত্র অর্থনীতি দিয়ে দেশের মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে না। কারণ, আগামী দিনে যে সমাজ তৈরি হবে তার ভিত্তি হবে বিজ্ঞান, অর্থ নয়।

তিনি বলেন, সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ওপর কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে আগ্রহী নয়। তবে এই কম্পিউটার শিক্ষা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এর মানের দিকটি দেখাশোনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মন্ত্রী জানান, পাট নিয়ে নতুন করে গবেষণার কাজ শুরু হচ্ছে। পাটের তৈরি ব্যাগ বিদেশে ব্যাপকভাবে রপ্তানি করার সম্ভাবনা নিয়ে পাট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনাও হয়েছে। তিনি দেশে কৃষিখাতে ব্যাপক সাফল্য লাভের জন্য বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান। মঈন খান আরো জানান, দেশে ব্যবসায়ী এবং বিজ্ঞানীদের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং এগুলো বাজারে নিয়ে আসার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হবে।

বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. ইকবাল মাহমুদ বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের এখনই চিন্তাভাবনা করতে হবে। বাংলাদেশে এখনো কোনো গবেষণা পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি, এদিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। তিনি দেশের কৃষিখাতে ব্যাপক সাফল্যের প্রশংসা করে বলেন, অন্যখাতে কৃষির সফল পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজন।

কারার মাহমুদুল ইসলাম মন্ত্রণালয়ের গৃত এক বছরের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বলেন, গবেষণার প্রয়োজনে সরকার ব্যাপক অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত। তবে বছর শেষে এ অর্থ ফেরত দিলে হবে না, কাজ করতে হবে।

আইইউসিএনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. আইনুন নিশাত বলেন, এ খাতে আমাদের সবচাইতে বড়ো প্রয়োজন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। পাশাপাশি সকল কাজের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। বিজ্ঞানীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ে অবিলম্বে একটি কাউন্সিল গঠন করা দরকার।

তিনি বলেন, আর্সেনিক সমস্যার সমাধান এবং গ্যাস ব্যবহারের ব্যাপারে একটি টাস্কফোর্স গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিআইডিএস-এর ড. আসাদুজ্জামান বলেন, এ খাতকে জনপ্রিয় করতে হলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মাহাবুবউল্লাহ বলেন, পাট নিয়ে দেশে নতুন করে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। এতে করে নতুন কর্মসংস্থান যেমন বাড়বে, তেমনি বিশ্ববাজারে প্রবেশ করা সহজ হবে।

তিনি বলেন, প্রতি বছর দেশে গবেষণা কার্যক্রমের একটি সার্বিক পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। বৈঠকে বিএসএসআইআর-এর চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন, কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক এ এম চৌধুরী, বিজ্ঞান জাদুঘরের পরিচালক হাবিবুর রহমান চৌধুরী তাদের প্রতিষ্ঠানের গত এক বছরের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।

বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক জসিমউদ্দিন আহমদ, দৈনিক আজকের কাগজ-এর সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদ, অধ্যাপক সৈয়দ শফিউল্লাহ, অধ্যাপক মশিউজ্জামান, ড. এম আওয়াল প্রমুখ।